বর্ষ ৭ সংখ্যা ৩৬
জুলাই-আগষ্ট '০৭

উন্নয়ন অংশীদারিত্বে ২২ বছর

ইপসা সংবাদ
উন্নয়ন তথ্য সংযোগ

"উন্নয়নে যুবদের অংশগ্রহণ - দেখুন, শুনুন" আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭ উদ্‌যাপন

"উন্নয়নে যুবদের অংশগ্রহণ - দেখুন, শুনুন" (Be seen, Be heard: Youth Participation for Development) প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের মধ্য দিয়ে ১২ই আগষ্ট বিশ্বে পালিত হলো আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭। আমাদের দেশের যুব শক্তিকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন সম্ভব। বিশ্বের সার্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে জাতিসংঘ এবছর যুব সমাজের সুপ্ত ক্ষমতার যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে আরো ব্যাপকভাবে তাদেরকে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে সম্পৃক্ত করা যায় তারই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭ উপলক্ষ্যে Young Power in Social Action (YPSA) তার Pro Youth Network Bangladesh কার্যক্রমের আওতায় বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। এই দিবস পালনের নিমিত্তে বিশেষ লিফলেট, চিঠি ও রিপোর্টিং ফরমেট প্রকাশ করে দেশের মোট ১৫০০ এনজিও, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা, বিদেশী দূতাবাস, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বিভিন্ন যুব সংগঠনের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দিবসটি পালনে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং অনেক উৎসাহ ও উদ্দীপনায় বিভিন্ন সংগঠন তাদের যুবদের নিয়ে নানা কার্যক্রম গ্রহণের মধ্য দিয়ে দিবসটি স্থানীয়ভাবে পালন করেন।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭ উপলক্ষ্যে ইপসা, বাংলাদেশ সরকারের যুব মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মসূচীতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। দিবসটি পালনের নিমিত্তে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে ইপসা সহ কয়েকটি যুব সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল র‍্যালী, সেমিনার ও সুভ্যেনিয়র প্রকাশনা।

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ডিস্ক কর্মসূচী'র অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট পণয়ন একটি ইতিবাচক নতুন উদ্ভাবন

পিপিবি হচ্ছে অংশগ্রহনমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট। ইপসা চলতি বছরে ২০০৮ সালের বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রথম বারের মতো এই ধরনের কার্যক্রম সংগঠিতভাবে বাস্তবায়ন করে। মূলত ইপসা'র কাজের জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করার জন্য স্টক হোল্ডারদের কাছে ইপসা'র কার্যক্রম তুলে ধরা এবং প্রতিবন্ধীসহ তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে পরবর্তী বাজেট সর্ম্পকে অবহিত করা হচ্ছে এই পিপিবি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য। ইপসা এতদিন অপরাপর সহযোগী সংস্থার ন্যায় নিজেদের মতামতের ভিত্তিতে পদ্ধতিগতভাবে পরিকল্পনা ও বাজেট বাস্তবায়ন করে আসছিল। ফলে সাধারণ জনগোষ্ঠী জানতে পারে না তাদের নিয়ে কি কি কাজ করা হচ্ছে আর কি কি কাজ করলে তাদের সামগ্রিক উন্নয়ন হতো। তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যই বাজেট প্রণয়ন করা হয় বলে তাদের মতামতকে অবশ্যই প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন। এই দিকটা লক্ষ্য রেখে এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় সংস্থার ডিস্ক কর্মসূচী'র উদ্যোগে এবার অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও বাজেট প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়। এজন্য সংস্থার কর্মসূচী'র সাথে সম্পৃক্ত প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠী, স্পন্সর শিশু ও তাদের অভিভাবক, সরকারী বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিসহ অন্যান্যদের সাথে কনসালটেশন সভার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মতামত সংগ্রহ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। যার ভিত্তিতে ২০০৮ সালের কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাজেট প্রণয়ন করা হয়। ইপসা পিপিবি কার্যক্রমে নিজস্ব একটি শ্লোগান ধারণ করে। শ্লোগানটি হচ্ছে ***"আমাদের উন্নয়ন আমাদের ভাবনা"*** অর্থাৎ যাদের জন্য উন্নয়ন তাদের ভাবনাই যেন প্রতিফলিত হয় ভবিষ্যতের উন্নয়ন পরিকল্পনায়।

আগষ্ট মাসব্যাপি চলে এই কার্যক্রম। ডিস্ক কর্মসূচী'র সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সেলফ-হেলপ সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে কনসালটেশন সভায় এ্যাকশন এইড বাংলাদেশের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন এ্যাকশন এইড'র প্রতিবন্ধিতা ও অনুকূল পরিবেশ থিমের থিম লিডার মাহাবুব কবীর, প্রোগ্রাম অফিসার সায়েমা চৌধুরী, এসডাপ-ঝিনাইদহ এর দুই কর্মকর্তা। এই পুরো প্রক্রিয়ায় সংস্থার ডিস্ক প্রোগ্রামের সকল কর্মকর্তা এবং কর্মী নিরলস পরিশ্রম করে অংশগ্রহণমূলকভাবে ২০০৮ সালের জন্য একটি অনন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই কর্মপরিকল্পনায় সংস্থার প্রধান নির্বাহী, সমন্বয়কারী (ফিল্ড অপারেশন), সমন্বয়কারী (অর্থ) সহ সকল সিনিয়র কর্মকর্তাগণ সার্বিক সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করেছেন।

শারমীন আক্তার

সম্পাদকীয়

বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক চতুর্থাংশ যুব শক্তি যাদের বয়স ১৫-২৪ বছরের মধ্যে। বাস্তব জীবনে অধিকাংশ যুব অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে দিন দিন বড় হয়ে এক অনাগত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অপুষ্টি, বেকারত্ব, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির মতো নানামুখী সমস্যা তাদের সঞ্জীবনী শক্তিকে দিন দিন নিস্তেজ করে দিচ্ছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এসব যুবদের অধিকাংশই বসবাস করে আমাদের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ যুবক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে বেকারত্বের অভিশাপ নিয়ে জীবন যাপন করছে। অথচ উপযুক্ত সময়ে এই যুব শক্তিকে সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারলে তারা দেশকে নিয়ে যেতে পারে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবদের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। কারণ তারাই বদলে দিতে পারে সমাজ, দূর করতে পারে সমাজের অসঙ্গতি। যুব শক্তিকে বাদ দিয়ে দেশের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই বিষয়টি উপলব্ধি করে "উন্নয়নে যুবদের অংশগ্রহণ - দেখুন, শুনুন" (Be seen, Be heard: Youth Participation for Development) প্রতিপাদ্য নিয়ে ১২ই আগষ্ট '০৭ পালিত হল বিশ্ব যুব দিবস। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবদের স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই তাদের ইতিবাচক চিন্তা চেতনাকে। সেই সাথে প্রত্যাশা রাখি, বিশাল যুব শক্তিকে সাথে নিয়ে দেশ এগিয়ে যাবে ইতিবাচক পরিবর্তনের দিকে।

জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'০৭ উদযাপনঃ

বাংলাদেশ সরকার ৩ জুলাই জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। এবারের জন্ম নিবন্ধন দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "২০০৮ সালের মধ্যে বিনা ফি'তে জন্ম নিবন্ধন"। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয় ইউনিসেফের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমের অনুষ্ঠান এবং প্রচারণার অন্যতম বিষয় ছিল জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস'০৭ উদযাপন।

এ উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল র‍্যালী ও আলোচনা সভা। চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন জেলার মাননীয় জেলা প্রসাশক মহোদয়, বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। উক্ত অনুষ্ঠানমালায় চট্টগ্রামের বেসরকারী উন্নয়ন সংগঠন সমূহের মধ্যে ইপসা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ইপসা'র নেটওয়ার্কিং এন্ড সাপোর্ট ইউনিটসহ ইপসা'র অন্যান্য ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন।

জন্ম নিবন্ধন দিবসের র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ইপসা'র পক্ষ থেকে উক্ত দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বলিত ক্যাপ সরবরাহ করা হয়।

মোঃ ওমর শাহেদ হিরো

চট্টগ্রামে সুপ্র'র এমডিজি বিষয়ক সেমিনারে বক্তারা-

দরিদ্র দেশগুলোর এমডিজি অর্জনের জন্য দাতা দেশগুলোর অঙ্গিকার পূরণ করতে হবে

দরিদ্র দেশগুলোকে ২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজি অর্জন করতে হলে দাতা দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ প্রদানের অঙ্গিকার পূরণ করতে হবে। বর্তমানে দাতা দেশগুলো দরিদ্র দেশসমূহের জন্য প্রদান করছে ০.৩৩ শতাংশ মাত্র। বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দিন দিন কমছে। ১৯৯৯ সালে ছিল ১১৭৯ মিলিয়ন ডলার যা ২০০৬ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ৭৫২.৩৬ মিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ সাহায্য কমার হার ৩৭ শতাংশ। অন্যদিকে বাংলাদেশে যে হারে বিভিন্ন কলকারখানা বন্ধ করে, শ্রমজীবি মানুষকে বেকার করা হচ্ছে, এ ধারা অব্যাহত রেখে এমডিজি অর্জন কিভাবে সম্ভব। দারিদ্র দূরীকরণ ও এমডিজি'র লক্ষ অর্জন করতে হলে সরকার এর প্রকৃত সদিচ্ছা দরকার।

৩০ জুলাই ২০০৭ বিকেলে সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), চট্টগ্রাম জেলা কমিটি'র উদ্যোগে নগরীর চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে "এমডিজি'র অগ্রগতি, মূল্যায়ন ও পর্যালোচনা: আত্মতৃপ্তির অবকাশ কোথায়" শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন।

সুপ্র জাতীয় সচিবালয় দ্বারা এমডিজি'র ৮টি গোলের উপর প্রণীত ভিন্ন ভিন্ন গবেষণাপত্র সেমিনারে সংক্ষেপে উথাপন করেন সুপ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সহ-সম্পাদক মো: হারুন।

বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (বাকবিশিস)'র নেতা অধ্যাপক মো: জাহাঙ্গীরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলা পেশাজীবি সমন্বয় পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডা: একিউএম সিরাজুল ইসলাম, সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়াম সদস্য কমরেড মো: শাহ আলম, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি, বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা তপন দত্ত, চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবি সমিতি'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট আইনজীবি মনতোষ বড়ুয়া, ওয়ার্কাস পার্টির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অমৃত বড়ুয়া, সুপ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটি'র সহসভাপতি, ফাইট ফর উইমেন রাইটস এর নির্বাহী পরিচালক কমিশনার সৈয়দা রেহানা কবির রানু, সুপ্র জাতীয় সচিবালয়ের প্রতিনিধি মো: সিরাজ উদ্দিন, সুপ্র চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সদস্য ও উৎস'র নির্বাহী পরিচালক মোস্তফা কামাল যাত্রা, এনজিও প্রতিনিধি সাইফুল আলম, বিভূতি রঞ্জন দাশ, মুসলিম উদ্দিন, আহসান উল্লাহ সরকার প্রমুখ।

নেওয়াজ মাহমুদ

১ম পৃষ্ঠার পর

আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭

১২ই আগষ্ট দিবসটি উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সকাল ৮টায় এক র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। র‍্যালীটি শাহবাগ যাদুঘরের সামনে থেকে শুরু করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়ে প্রায় ১,০০০ যুব, সরকারী কর্মকর্তা, এনজিও প্রতিনিধি ও জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ব্যানার, বিভিন্ন স্লোগান লিখিত প্লেকার্ড ও ফেস্টুন হাতে বর্ণিল সাজে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে যুবদিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়ে লিখিত টি-শার্ট বিতরণ করা হয়। যুব ও ক্রীড়া সচিব ও ইউএনএফপিএ'র প্রতিনিধিরা র‍্যালী ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন। যুব দিবসের র‍্যালীতে ইপসা'র পক্ষ থেকে প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ নাজমুল হায়দার ও এসোসিয়েট প্রোগ্রাম অফিসার হেনরী হেবল রায়ের নেতৃত্বে একটি যুবদল অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালী শেষে সকাল ১১ টায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে যুব দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় "Be seen, Be heard: Youth Participation for Development" এর উপর এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। উক্ত সেমিনারে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত প্রায় ১২০ জন যুব প্রতিনিধি ও যুব সংগঠক অংশগ্রহণ করেন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন- জনাব নুর মোহাম্মদ, ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অফিসার, ইয়ুথ এন্ড এডুকেশন, ইউএনএফপিএ। এছাড়া যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ইউএনএফপিএ'র কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। সেমিনারের শুরুতে দিবসটি উপলক্ষ্যে প্রকাশিত সুভ্যেনিয়রের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। ইপসা'র প্রোগ্রাম অফিসার মোঃ নাজমুল হায়দারের লিখিত প্রবন্ধ "Participation and Youth" সুভ্যেনিয়রে প্রকাশিত হয়।

দিনের অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, ন্যাশনাল ইয়ুথ ফেডারেশন অব ইয়ুথ অর্গানাইজেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক "Youth Employment, ICT & HIV/AIDS"এর উপর আয়োজিত কর্মশালায় ইপসা'র পক্ষ থেকে এসোসিয়েট প্রোগ্রাম অফিসার হেনরী হেবল রায় অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক যুব দিবস ২০০৭ পালনে ইপসা'র বিভিন্ন ফিল্ড অফিস কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়।

হেনরী হেবল রায়

শোকবার্তা

আমরা অত্যন্ত শোকার্তচিত্তে জানাচ্ছি যে, ইপসা'র একনিষ্ঠ কর্মকর্তা ডিস্ক কর্মসূচী'র ফিল্ড অফিসার ওবায়দুল হক এর পিতা মোঃ আজিজুল হক (৭০) গত ৯ জুলাই ২০০৭, ডিস্ক কর্মসূচী'র কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজার শিউলী রানী দে'র পিতা- মনিন্দ্র কুমার নাথ (৯০) গত ১ আগষ্ট ২০০৭ এবং পিএসসিপি কার্যক্রমের ফিল্ড অফিসার তোফায়েল হোসেন এর পিতা মোঃ দেলোয়ার হোসেন (৭৯) গত ৯ আগষ্ট ইন্তেকাল (ইন্নালিল্লাহে.....রাজেউন) করেছেন।

আমরা তাদের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকার্ত এবং বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। একই সাথে মরহুমগণের পরিবারের সকল সদস্যদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি, মুরাদপুর,বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা ইউনিয়নের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠিত

প্রতিবন্ধীদের জন্য বাজেট বরাদ্দসহ পরিকল্পনা গ্রহণ

প্রতিবন্ধী, আদিবাসীসহ সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণে সীতাকুণ্ড উপজেলার সোনাইছড়ি, মুরাদপুর, বাঁশবাড়িয়া, কুমিরা ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। এতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রতিবন্ধীদের জন্য বাজেট বরাদ্দসহ বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের স্টিয়ারিং কমিটিগুলো আরো কার্যকর করা সহ জনসম্পৃক্ততা বাড়াতে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা আসে এই বাজেট অধিবেশনে।

ইপসা ও এ্যাকশনএইড বাংলাদেশের সহযোগিতায় ৮নং সোনাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদ, ৪নং মুরাদপুর, ৬নং বাঁশবাড়িয়া ও ৭ নং কুমিরা ইউনিয়ন পরিষদের "উন্মুক্ত বাজেট ঘোষনা শীর্ষক" শিরোনামে বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

সোনাইছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মমতাজ উদ্দীন আহমেদ'র উপস্থাপনায় উক্ত ইউপি'র বাজেট ঘোষণা অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য এবং ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ৮১,১৩,৩৫১/- টাকার বাজেট উত্থাপন করেন ইউপি চেয়ারম্যান আলহাজ্ব নুরুদ্দীন মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর চৌধুরী।

ইউপি চেয়ারম্যান আ.ফ.ম মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কুমিরা ইউপি'র বাজেট অধিবেশনে উক্ত ইউনিয়নের সচিব ঘোষিত ৩২ লক্ষ ৭৩ হাজার ৬০০ টাকার বাজেটের উপর জনগণের মতামত গ্রহণ, সংশোধন, সংযোজনের ঘটনায় এলাকাবাসী অভিভুত। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে কুমিরা ইউপি'র চেয়ারম্যান আ.ফ.ম মফিজুর রহমান ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে প্রতিবন্ধী ও আদিবাসীদের অধিকার বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং এজন্য বাজেট বরাদ্দ রাখেন।

মুরাদপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব অমর দাশ উপস্থিত জনগনের সামনে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের বাজেট উত্থাপন করেন। এই ইউনিয়নের ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের মোট বাজেট ২০,৬২,৪১০/- টাকা। বাজেটে তিনি বরাদ্দকৃত অন্যান্য খাত সমুহের পাশাপাশি প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য বাজেট বরাদ্দের কথা উল্লেখ করেন।

বাঁশবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো: ইদ্রিস উপস্থিত জনগণের সামনে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরের জন্য বরাদ্দ ৪০,৩৯,৩৯৫৪/- টাকার বাজেট উত্থাপন করেন।

উল্লেখিত ইউনিয়ন পরিষদগুলো ইতিমধ্যে ইপসা'র সার্বিক সহযোগিতায় আয়োজিত ওয়ার্ড ভিত্তিক বাজেট সভার মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের মতামতের ভিত্তিতে ২০০৭-০৮ সালের বাজেট প্রণয়ন করে। সব কয়টি ইউনিয়নে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর জন্য বাজেট বরাদ্দ ও বাজেট ব্যয়ের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

বিপ্লব কান্তি নাথ

সংশোধনী

বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস '০৭ উপলক্ষে ৪ জুন '০৭ বান্দরবান প্রেসক্লাব মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বান্দরবান পার্বত্য জেলার সিভিল সার্জন ডাঃ সৈয়দ আব্দুস সালাম। গত সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদে ভুলবশত: তার নাম ছাপা হয়নি। এজন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

'স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের বিদ্যমান সেবা : প্রতিবন্ধীদের অবস্থান কোথায়? 'শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের সেবা প্রাপ্তি প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার। সরকারী সেবা সম্পর্কে তথ্য জানা প্রতিবন্ধী মানুষের অধিকার হলেও বেশীরভাগ প্রতিবন্ধী মানুষ জানে না, তাদের জন্য কি সেবা বা কর্মসূচী স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের রয়েছে। প্রতিবন্ধী মানুষকে এই তথ্য জানাতে এবং স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের এ ব্যাপারে আরো সক্রিয় ও আগ্রহী করে তুলতে ইপসা'র উদ্যোগে বিভিন্ন সময়ে আয়োজিত কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ২৯ জুলাই'০৭ইং চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ মিলনায়তনে সরকারী কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ প্রতিনিধি, প্রতিবন্ধী সংগঠনের সদস্য, এনজিও প্রতিনিধিসহ বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের নিয়ে 'স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগের বিদ্যমান সেবা : প্রতিবন্ধীদের অবস্থান কোথায়?' শীর্ষক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলার সমাজ সেবা অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সৈয়দা ফেরদাউস আক্তার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সীতাকুণ্ড উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা দিলীপ কুমার দাস, ৭ নং কুমিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আ ফ ম মফিজুর রহমান। কর্মশালায় দলীয় কাজের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভিন্ন বিভাগে বিদ্যমান সুবিধা ও প্রতিবন্ধী মানুষদের অবস্থান, বিদ্যমান সেবায় প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্ভূক্তি কিভাবে করা যায়, স্থানীয় সরকার ও সরকারী বিভাগের কাছ থেকে প্রতিবন্ধী মানুষেরা কি কি সুবিধা পাচ্ছে, বিদ্যমান সেবায় প্রতিবন্ধী মানুষদের অন্তর্ভূক্তি আরো কিভাবে করা যায়? এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত প্রকাশ পায়। কর্মশালার শেষে প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, আমরা সকলে প্রতিবন্ধী মানুষদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে গেলে তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১২ জুলাই'০৭ ইং তারিখে সীতাকুণ্ড উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের নিয়ে "প্রতিবন্ধীদের জন্য ভিজিএফ ও ভিজিডি বরাদ্দ" শীর্ষক ও ২৫ জুলাই'০৭ ইং সরকারী কর্মকর্তা ও ইউপি সদস্যসহ বিভিন্ন পেশাজীবি প্রতিনিধিদের নিয়ে "প্রতিবন্ধীদের জন্য স্থানীয় সরকার ও উপজেলা পর্যায়ে সরকারী সেবা" শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

অরূপ রতন ভৌমিক

ইপসা'র উদ্যোগে "অভিবাসীদের চাহিদা নিরূপন শীর্ষক" কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৮ জুলাই'০৭ সীতাকুণ্ডস্থ ইপসা মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রে সীতাকুণ্ড এবং মীরসরাই উপজেলার অভিবাসীদের চাহিদা নিরূপন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। রেমিটেন্সের গুরুত্ব, রেমিটেন্স সংগ্রহের আধুনিক পদ্ধতি, রেমিন্টেস সংক্রান্ত বিধিমালা ও রেমিটেন্স এর উৎপাদনমুখী ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং তাদের উদ্বুদ্ধ করার লক্ষে রিফুজি এন্ড মাইগ্রেটরী মুভমেন্টস রির্সাচ ইউনিট এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহায়তায় এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রামরু'র সমন্বয়কারী জনাব মো: আব্দুর রশীদ, বিশেষ অতিথি হিসাবে ছিলেন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এবং সমাজসেবী জনাব ডা: মো: এখলাস উদ্দীন, ৭নং কুমিরা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আ,ফ,ম মফিজুর রহমান, সীতাকুণ্ড ডিগ্রী কলেজের অধ্যাপক জনাব সুনীল বন্ধু নাথ। সীতাকুণ্ড এবং মীরসরাই উপজেলার ব্যাংক কর্মকর্তা, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, অভিবাসী পরিবারের প্রতিনিধি, বাংলাদেশে ফেরত অভিবাসী, সাংবাদিক, শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিবৃন্দ এতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় কর্মসূচীর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব অরূপ রতন ভৌমিক সূচনা বক্তব্য রাখেন এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন ইপসা'র প্রোগ্রাম অফিসার মো: হারুন। কর্মশালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রধান অতিথি বলেন, প্রতিবছর প্রায় আড়াই লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের উদ্দেশ্যে মধ্যপ্রাচ্য, পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ বিভিন্ন দেশে যাচ্ছে। এদের সংখ্যা বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির ৪% হলেও প্রতি বছর দেশের বৈদেশিক আয়ের ২৬.৫% এর বেশী অর্জিত হয় তাদের পাঠানো অর্থ থেকে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেশে আসবে অভিবাসীদের মাধ্যমে। প্রতি বছর পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মোট শ্রম রপ্তানীর সাথে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, মোট শ্রমিকের সংখ্যা'র অনুপাতে রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাচ্ছে না। অদক্ষ শ্রমিক বেশী সংখ্যক যাওয়ার ফলে এরকম ঘটছে। তাই আমাদের শ্রমিকদের বিদেশ প্রেরণের ক্ষেত্রে তাদের দক্ষ করে তুলতে হবে। এই প্রসঙ্গে ডা: এখলাস উদ্দীন, অধ্যাপক সুনীল বন্ধু নাথ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে ব্যাংক কর্মকর্তাসহ অন্যান্যরা সরকারকে বিদেশে অভিবাসী এবং রেমিটেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে আরো ভূমিকা রাখার জন্য আহবান জানানোর মাধ্যমে এই কর্মশালার সমাপ্ত হয়।

মোঃ সাফায়েত হোসেন

এ সংখ্যার সেরা প্রতিবেদক
হেনরী হেবল রায় ও অরূপ রতন ভৌমিক।
—অভিনন্দন আপনাদের।

- সম্পাদক - মোঃ আরিফুর রহমান
- নির্বাহী সম্পাদক - ঝন্টু কুমার মজুমদার
- সহ সম্পাদক - রাজিয়া সুলতানা

এডভোকেসি এণ্ড পাবলিকেশন ইউনিট, ইপসা, বাড়ি- এফ ১০ (পি), রোড-১৩, ব্লক-বি, চান্দগাঁও আবাসিক এলাকা, চট্টগ্রাম-৪২১২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ০৩১-৬৭২৮৫৭, ০৩১-২৫৭০২৫৫, ০৩১-২৫৭০৯১৫, ০১৭১২-৬৫৭৮৬৮
ই-মেইল : info@ypsa.org, ypsasangbad@gmail.com ওয়েবসাইট : www.ypsa.org